প্রাচীন মিশরীয় শিল্পকলাঃ

ভূমিকাঃ

সভ্যতার সূচনা ঘটেছে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০-৩০০০ সালের মধ্যে।এসময় থেকে নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ আস্তে আস্তে নদীমাতৃক এলাকায় বাস করতে শুরু করে এবং সভ্যতার পতন ঘটে।নতুন প্রস্তর যুগের পরের যুগকে বলা হয় মিশরীয় যুগ বা মিশরীয় শিল্প যুগ।এই মিশরীয় শিল্পের পত্তন হয়েছিল নীল নদের উপতক্যায়।মিশরীয় সভ্যতার সমৃদ্ধির কারণ এই নীল নদ ছিল খুবই উর্বর।এই নদের উর্বরতাই ছিল প্রাচীন মিশরীয়দের সৌভাগ্য।প্রাচীন মিশরীয়রা কৃষি কাজে খুবই উন্নত ছিল।এখানের আবহাওয়া কৃষি কাজের উপযোগী ছিল।তাই অধিবাসীদের অধিকাংশ কৃষিজীবি ছিল।কিন্তু হটাৎ প্রচন্ড ভাবে দূর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং এতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরে উঁচু অংশের অধিবাসীরা ফলে উঁচু অংশের অধিবাসীরা নীচু অঞ্চলে চলে আসে। এবং এদের সাথে মিশে যায়।ভূমি কম থাকায় উঁচু অঞ্চলের অধিবাসীরা কৃষিকাজ বাদ দিয়ে প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন জিনিস তৈরী করতে শুরু করল।এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ সালের মধ্যে গৃহস্থলীয় সব জিনিস তারা তৈরী করতে সক্ষম হলো।এভাবে প্রাচীন মিশরে বিভিন্ন ধরনের শিল্পের বিকাশ ঘটে।এছাড়া নীল নদের মাধ্যমে নদী যোগাযোগের ভাল মাধ্যম হিসেবে নদীটি কাজ করেছে।যা তাদের শিল্পে সমৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করেছে।

মিশরীয় শিল্প সভ্যতার বৈশিষ্টঃ

মিশরীয় ধারায় সব সময় একটি নিজস্বতা লক্ষ্য করা যায় কিন্তু অনেকেই মনে করেন সভ্যতার একেবারের সূচনা বা শুরু থেকে তারা তারা তাদের সমসাময়িক মেসোপটেমিয়া থেকে ধারা অনুকরণ করে।তবে চিত্রকলা ছাড়া অন্য সব কিছুতেই তারা তাদের নিজস্বতা বজায় রেখেছিল।মেসোপটেমিয়া শিল্প ক্ষেত্রে আমরা দুটো ধারা দেখতে পাই।

১। বাস্তব ধর্মী;

২। নকশা ধর্মী;

প্রাচীন মিশরীয়রা যখন কাঠ কেটে মূর্তি তৈরী করতো কেবল তখনই তারা তাকে বাস্তব ধর্মী ভাবনায় তৈরি করত। কিন্তু আস্তে আস্তে তারা এই বাস্তব থেকে দূরে সরে যেতে লাগল এবং তাদের নিজস্ব ধারা বা কল্পনায় তারা শিল্প সৃষ্টি করতে শুরু করলো। এসময় প্রাচীন মিশরে পুরোহিত আর রাজতন্ত্রের প্রভাব খুবই শক্তিশালী ছিল।অর্থাৎ যারা রাজা বা পুরোহিত ছিলো তারা তাদের শিল্পকর্মে হস্তক্ষেপ করত।ফলে সেখানকার শিল্পকর্ম অনেকটা একঘেয়েমি হয়ে গিয়েছিলো।মিশরীয়রা শিল্পকর্মের বিষয় বস্তু হিসেবে বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্রময় উপাদানকে বেছে নিয়েছিলো।তবে তাদের প্রধান বিষয় বস্তু ছিল ধর্ম।তাই তারা তাদের শিল্পের বিষয় হিসেবে রাজাদের বিভিন্ন কাহিনী,সামাজিক অবস্থা,দেশের অবস্থা ছবির মাধ্যমে তুলে ধরতো।তারা বিভিন্ন সমাধির গায়ে যেসব ছবি আঁকত এতে তাদের দেশীয় বিভিন্ন প্রথা স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হতো।অষ্টাদশ রাজবংশে ইকনাটন(akhenaten)-এর সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে শিল্পের বাস্তব বোধের পরিচয় পাওয়া যায়,যেমন তখনকার একটি ছবিতে পাওয়া যায় রাজা-রানী তাদের ছেলেমেয়েদের আদর করছেন এবং খেলা করছে।

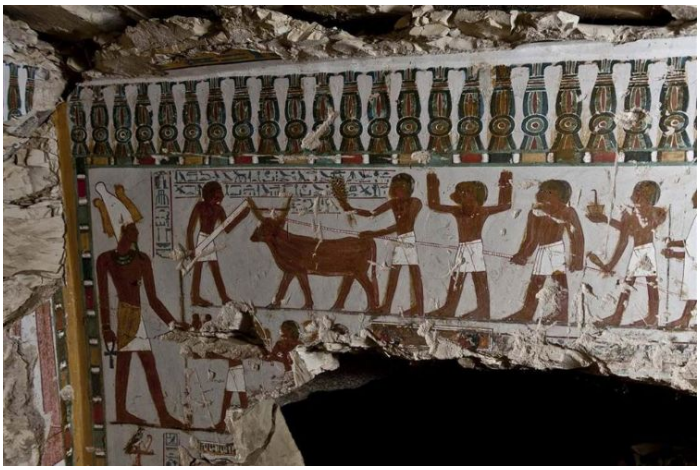

<u>মিশরীয় শিল্পকলার জীবনদর্শন বা ধর্মীয় প্রভাবঃ</u>

প্রাচীন মিশরীয়রা জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে একটি এলাদা ধারনা পোষন করতো।তাদের এই নিজস্ব ধারনা ধর্মীয় বিশ্বাস আমাদেরকে তাদের শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে।প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করত মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের আত্মা নিঃশেষ হয়ে যায়না।অনেকদিন পর অর্থাৎ হাজার হাজার বছর পর সেই আত্মা সেই মানুষ দেহে ফিরে আসতে চায়।মৃত্যুকে তারা মনে করত একটি সুদীর্ঘ ঘুম।একারণে রাজা বা ফেরাউন বা তাদের মৃতদেহকে ঔষুধপত্র দিয়ে আবৃত রাখতে চাইতো।এই পদ্ধতিতে মৃতদেহ অবিকৃত থাকত এবং এই পদ্ধতিকে বলা হতো মমী করা।এই মমীকে তারা রাখত তাদের সমাধি মন্দির বা পিরামিডের ভিতরে।পিরামিড ছিল সেই সময়ের কারিগরি বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।মিশরীয়দের ধর্ম চিন্তা ছিলো অনেকটা মৃত দেহের পূজা করা তারা ভাবতো আত্মা আবার ফিরে আসবে তাই তারা মৃত আত্মার পূজা করতো।তারা মনে করত মৃত্যুর অনেক পরে যে জীবন ফিরে পাওয়া যাবে তা হবে হুবুহু আগের মত।তাই তারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের ছবিগুলো এঁকে রাখত এবং বিভিন্ন নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র গুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে রাখত।তাদের তৈরি পিরামিড গুলো আজও অবিকৃত অবস্থায় থাকলেও বসবাসের উপযোগী প্রাসাদ গুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

<u>মিশরীয় শিল্পধারায় রাজতন্ত্রের প্রভাবঃ</u>

বাস্তব জীবনে অনেক অসুন্দর থাকলেও কল্পনা জগতে তা নেই।মিশরীয় শিল্পীরা তদের শিল্পকর্মে তাদের কল্পনার জগতের এক আদর্শরূপ দিতে চেয়েছে।তবে তা ছিল নিয়ন্ত্রিত, মিশরীয়রা সকল ধরনের শিল্পকর্মই নিয়ন্ত্রনে থেকে সৃষ্টি করত।তাই দেখা যায় যে বাস্তব জগতে অনেককিছু অসুন্দর থাকলেও মিশরীয়রা সবকিছুই একেবারে বাস্তব বা আদর্শরূপ হিসেবে ভাবতে বা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, কারণ তাদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন স্বাধীনতা ছিলো না,রাজারা যেভাবে বলতো সেভাবে তারা শিল্প সৃষ্টি।সেসময় মিশরে রাজতন্ত্রই ছিল সর্বশক্তিমান।তখনকার শিল্পীরা রাজাদের মূর্তি তৈরী করতো তাদের চোখে দেখে নয়,তাদের ধারনা দিয়ে তাদের মূর্তি তৈরী করত।এই কারণে রাজারা হয়ে উঠতো একটি সুন্দর প্রতীক।কেননা রাজারা বলে দিত তাতে কি কি রূপ থাকবে,যদিও তারা কুৎসিত হতো।ফলে গড়ে উঠতো সুন্দর সুন্দর মূর্তি এবং তা দেখে বুঝার উপায় ছিলো না তারা কোন রাজা।মিশরীয় রাজাদে ফারাউন বলা হতো,তবে এর কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় যেমন ফারাউন বামেশ ও রানী নেফার তিতির মুর্তি।এদের মুর্তি ছিলো খুবই বাস্তব ধর্মী বা সজীব যা দেখে চেনা যেত যে এটা তাদের প্রতিকৃতি।

<u>মিশরীয় চিত্রকলাঃ</u>

মিশরীয় চিত্রকলা ছিল সাধারনত দ্বিমাত্রিক।তাদের ছবিতে অর্থাৎ তাদের চিত্রকলায় কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দেখানো হতো।এর গভীরতা ছিলো না, ফলে মিশরীয়রা তাদের ছবি বা চিত্রকলায় কাছের বা দূরের জিনিস বুঝাতে পারত না।দূরের জিনিসের ছবি কাছের জিনিসের উপর একে বুঝাতো।দেখা যায় মিশরীয়রা মানুষের সাইড ফেসের মধ্যে সামনে থেকে দেখা মানুষের চোখ এঁকে দিতো।মিশরীয় চিত্রকলা বিশেষ ভাবে প্রকাশ লাভ করেছিলো খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দ-১৩০০ অব্দের মধ্যে।তারা ছবি আঁকত হয় পাথরের গায়ে খোদাই করে অথবা টেম্পরা পদ্ধতিতে।

টেম্পরা পদ্ধতি হলো রঙ দিয়ে আঠালো কোন কিছুর সাথে মিশিয়ে ছবি আঁকা।যেহেতু তখন তেল রঙ ছিলো না তাই টেম্পার পদ্ধতিতে ছবি আকার প্রচলন ছিলো।মিশরীয়রা প্রাথমিক পর্যায় দুটো রং দিয়ে ছবি আকত,তা হলো কালো আর লাল।এরপর তারা সবুজ,হলুদ,নীল রঙ ব্যবহার করতে শুরু করে।মিশরীয়রা মানুষের মূর্তি লাল,নীল ও সবুজ রঙ দিয়ে রঞ্জিত করতো।

তারা তুঁতে দিয়ে রঙ বানাতে গিয়ে তামার মত ধাতু আবিষ্কার করেছিলো।মিশরীয়রা সবুজ রংকে জীবনের প্রতীক বলে মনে করতো।মিশরীয় মন্দির গুলোর দেয়ালের গায়ে তারা যে সমস্ত মানুষের ছবি একেছিল তার ফাঁকে তারা লতা, ফুল ও জ্যামিতিক আকার দিয়ে নকশা আঁকত। তাদের আঁকা ফুল্ মধ্যে প্রধান ছিলও পদ্ম,এছাড়া গাছের মধ্যে প্রধান ছিলো প্যপিরাস।অনেক সময় জীব যন্তুও আঁকত।

তারা তাদের ছবিতে রাজা ও দেবতাদের বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনা তুলে ধরতো।প্রায় ৩০০০ বছর পূর্বে মিশরীয়ওরা পাল তোলা নৌকার ছবি তুলে একেছিলো।এসব নৌকা এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মিশরে বানিজ্য করতে আসতো।এর থেকে বুঝা যায় মানুষের বানিজ্য বুদ্ধি ৩০০০ বছর পুরনো।এছাড়া মানুষ এসময় বায়ুর গতি শক্তিকে কাজে লাগাতে শিখে ছিল।পালতোলা নৌকা তার প্রমাণ।কেননা বাতাসের সাহায্যে পাল তোলার ফলে নৌকার গতি ত্বরান্বিত হতো।

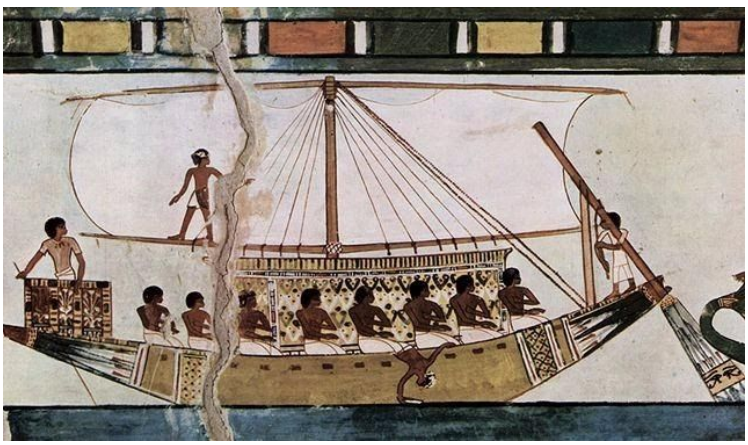

<u>মিশরীয় স্থাপত্যে শিল্পকলাঃ</u>

মিশরীয় রা তাদের স্থাপত্যের ধরন অনেক ক্ষেত্রে ধার বা আধুনিকিকরণ করেছিল।প্রাগতিহাসিক কাল থেকে ঘরবাড়ি থেকে, তারা তৈরী করেছিলো সমাধি মন্দির,রাজপ্রসাদ ইত্যাদি।মিশরীয়রা যে ফারাও শব্দ ব্যাবহার করতো তা হিব্রু ভাষা থেকে এসেছে।যার অর্থ একটি বড় সাদা বাড়ি।গ্রাম নায়ক বা গ্রাম প্রধানের বাড়ি। সেখানকার বাড়ি গুলো ছিলো আয়তাকার যার সামনে একটা বড় উঠান থাকতো।

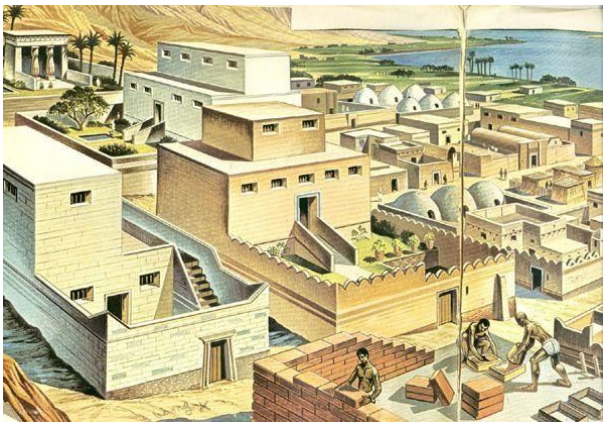

বাড়ীর সামনের দিকটা অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত দেয়াল থাকত যাতে মরুভূমির বালি বা রোদ এসে আটকে যায়।মিশরীয়রা প্রথমদিকে কাঠ,ছন,গাছের বাকল এগুলো দিয়ে ঘর বাড়ী তৈরী করতো।পরে তারা পাথর দিয়ে বাড়ী বানানো শুরু করে।

১। মিশরীয় স্থাপত্যে পিরামিডের স্থান হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।পিরামিডের অর্থ হলো "মৃতের অনন্ত ভূবন" খুবই সূক্ষ্ম জ্যামিতিক ভিত্তিতে তৈরী হতো এসব পিরামিড।প্রথম যুগের পিরামিড ছিলো বেদীর মত।এটি ৪-৫ টি বেদীর সমন্বয়ে তৈরী। তারপর স্থাপত্ব শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে প্রথম দিকের পিরামিড বাতিল হয়ে যায়।

২। পরবর্তীতে যে পিরামিডটি তৈরী হয় সেটি ৪টি সমান আয়তনের ত্রিভুজের প্রাচীরকে হেলিয়ে দিয়ে একটি শীর্ষ বিন্দুতে মিলিত করা হয়।যার ফলে চারদিক থেকেই একই দৃশ্য দেখা যায়।

৩। এই ত্রিভুজ আকৃতির পিরামিডের পর তৈরী হয় স্ফিংস (sphinx).এগুলো একধরনের সমাধি মন্দির ।এগুলো দেখতে বসে থাকা সিংহের দেহের মধ্যে মানুষের মাথা যোগ করা হয়েছে।মনে করা হয় মাথা দেয়া হয়েছে বুদ্ধির প্রতীক ও সিংহের দেহ দেয়া হয়েছিল শক্তির প্রতীক হিসেবে।একটি প্রধান স্ফিংস এর সামনে আছে কতগুলো ছোট ছোট স্ফিংস।সারি বদ্ধ ভাবে তৈরী করা হয়েছিলো বড়টিকে সাজানোর জন্য।এই স্ফিংস গুলোর মাথাটা ছিলো ষাঁড়ের ।মিশরে এই ৩ ধরনের পিরামিডের নিদর্শন দেখা যায়।

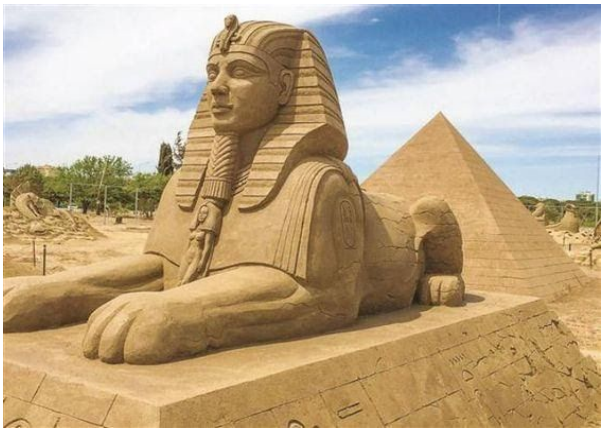

মাসটাবা(MASTABA):

এটি হচ্ছে মৃত দেহ সংরক্ষনের জন্য আরেক ধরনের ঘর।এটি হলো ৪ কোণা ধরনের প্রথম দিকে মিশরীয়রা এটি তৈরী করত রোদে পোড়া মাটি দিয়ে তবে পাথর দিয়ে মাসটাবা তৈরী হত।মাসটাবা অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র বেঞ্চ।এর ভেতর থেকে যেন শিয়াল-কুকুর মৃত দেহ টেনে নিয়ে যেতে না পারে তার জন্য তারা এর চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিত।